R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৫শ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৫ সাল। ২৩শে নভেম্বর, ১৯৮৮ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

ফরাক্কার জেনারেল ম্যানেজার রেড্ডির স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার পিছনে কারণ কি ?

বিশেষ প্রতিনিধি : ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার ওয়াই ভি রেড্ডি গত ২২ নভেম্বর সব কিছু দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন। নতুন জেনারেল ম্যানেজার না আসা পর্যন্ত এই পদের দায়িত্বে থাকলেন সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ইউ এন বালা। উল্লেখ্য, জেনারেল ম্যানেজার শ্রীরেড্ডি কয়েক বছর আগে এখানে সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যারেজের একটা কাজে প্রচুর টাকা তছরূপের অভিযোগ ওঠে এবং সি বি আই থেকে তদন্ত শুরু হয়। এই খবর গত ২৮ সেপটেম্বরের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এ ফাঁস হয়ে গেলে ব্যারেজ এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বর্তমানে রেড্ডির স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়াকে কেন্দ্র করে ফরাক্কার বিভিন্ন মহলে নানা আলোচনা চলছে। তাঁর ডেট অব বার্থ নাকি ১৯৩৯। সে হিসেবে সুপারএ্যানুয়েশনে এখনও তাঁর ৯ বছর বাকী আছে। তার উপর স্বেচ্ছায় অবসর নেবার মতো মানসিকতার লোক নাকি তিনি নন। উপর মহল তাঁকে নাকি বাধ্য করাচ্ছেন স্বেচ্ছায় অবসর নিতে। আবার কোন কোন মহলের ধারণা শ্রীরেড্ডির টাকা তছরূপের পুরোনো ঘটনা নিয়ে নাকি পুনরায় সি বি আই থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে। গত বছর অক্টোবর মাসে এখানে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্রামে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঠিক রাখা সম্ভব হচ্ছে না

সাগরদীঘি : গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রবল্প সুষ্ঠুভাবে চালু রাখতে বেপরোয়া বিদ্যুৎ, তার ও ট্রান্সফর্মা চুরি বন্ধ রাখার প্রয়োজন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি সাগরদীঘি ব্লকে ব্লক স্তরে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির প্রধান কাজ সব সময় সজাগ দৃষ্টি রেখে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধের ব্যবস্থা করা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বি ডি ও, থানার ওসি এবং গ্রাম্য প্রধান ও বিভিন্ন সংস্থার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অভিযোগ, খোলের সঙ্গে আঁকশি দিয়ে লাইন টেনে আলো জ্বালা, পাটকাঠি লাইনে ফেলে আগুন জ্বালা প্রভৃতি কাজ চলছে। এগুলিকে গাঁয়ের মানুষ স্পোর্টস বলে মনে করছেন। অনেক সময় আক্রোশ বশে সমাজবিরোধীরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিতে লাইনে পাট ও ডাল ফেলে আগুন জ্বালিয়ে প্রবাহ নষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলিতে তাদের কোন শাস্তি হচ্ছে না। তারা জানে হবেও না। সাগরদীঘি বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন পোপাড়ায়, সাগরদীঘি ব্লকের দোগাছি, মনিগ্রাম এলাকায়, রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের জরুর বাড়ালা, মির্জাপুর গ্রামে এবং রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের বহরা, গোবিন্দপুর কাশিয়াডাঙ্গায় আঁকাশি লাগিয়ে পোল থেকে ব্যাপক ও বেপরোয়া বিদ্যুৎ চুরি একটা নিয়মে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ যোগাযোগ না থাকলেও সে সব বাড়ীতে টি ভি বা হিটার ব্যবহারের কথাও শোনা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ কর্মীরা সব জেনেও চুপচাপ। অন্যদিকে লোকদীপ প্রকল্পের আওতায় যারা বিদ্যুৎ

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেনারেল ম্যানেজার টেলিকম্যুনিকেশনকে বলছি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের প্রশাসনিক গাফিলতি সম্বন্ধে সম্প্রতি আমাদের পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। এর পরবর্তীতে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারি এই মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে আরও ৮টি পাবলিক কল অফিস বৎসরাধিক কাল থেকে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এগুলি হলো বংশবাটি, বহুতালী বাড়ালা, আহিরণ, হারোয়া, জরুর, দফরপুর ও সিধোরি। এই সব পাবলিক কল অফিস চালু করতে প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানা যায়। জনসাধারণের উপকারের জন্যই সরকার থেকে ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল। কিন্তু এই এক্সচেঞ্জের

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্যয় সঙ্কোচের নিনাদ সরকারের মুখে শোভা পায় কি ?

রঘুনাথগঞ্জ : অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সব বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচের নীতি গ্রহণ করেছেন ও প্রতিটি বিভাগকে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু অন্যদিকে অযথা ব্যয়ের কতকগুলি নিদর্শন স্থানীয় মানুষকে বিস্মিত করেছে। স্থানীয় শহরের স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্পাধিকারিকের একটি অফিস রয়েছে। সাইন বোর্ড সর্বস্ব এই অফিসটিতে একজন অফিসার ও বেশ কয়েকজন করণিক আছেন বলে খবর। কিন্তু মাসের মধ্যে ২৫ দিনই এই অফিসে কোন কর্মচারীকে কাজ করতে দেখা যায় না বলে অভিযোগ। শুধুমাত্র মাসের প্রথমে একদিন অফিসার, ষ্টাফ ও গ্রামে কর্মরত শিক্ষকদের এখানে এসে বেতন নিতে দেখা যায়।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৯৫ সাল

মলিন ভাবমূর্তি

সারা দেশ জুড়িয়া নানা মহলের ধ্বনি—'তদন্ত চাই'। বস্তুত এই তদন্ত খুন, লোপাট, অর্থচৌর্য, দুর্নীতি, বেআইনী কার্য ইত্যাদির ভিত্তিতে। হত্যা, খুন, লোপাট সব সময়েই ছিল, আছে এবং থাকিবেও। আর তাহাদের তদন্তও হইবে। কিন্তু শাসকপক্ষের বিভিন্ন অর্থ সংক্রান্ত ও অন্যবিধ দুর্নীতিমূলক বেআইনী ব্যাপারে তদন্ত হউক—এই দাবী বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

বেশ কিছুদিন হইতেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রিয়াকলাপে তদন্তের দাবী উঠিয়াছে। বোফর্স কামান ক্রয়ের জন্য কমিশনের অর্থ কে বা কাহারা লইয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি সন্তোষজনকভাবে জানা গেল না। ফলে ইহার তদন্ত-দাবী অনস্বীকার্য। কেহ কেহ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন কর্ণধার ইহাতে জড়িত, অপরপক্ষে প্রতিবাদও হইতেছে। কিন্তু উপযুক্ত তদন্ত যদি উপযুক্ত মাধ্যমে হয়, তবে আসল সত্য জানা যাইতে পারে। অবশ্য বোফর্স-ডিল এখনও স্তিমিত হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও নানা কথা শুনা যাইতেছে। দুর্নীতির বিবিধ কথা একের পর এক প্রকাশিত হইতেছে। আর সব বিষয় ছাড়িয়া দিলেও খুব সম্প্রতি বেঙ্গল ল্যাম্প ও বিলাতি ট্রাম কোম্পানীকে এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা পাওয়ানর বিষয় আজ মাথাচাড়া দিয়াছে। আর তাহাতে রাজ্য সরকারের ক্রিয়াকলাপ জনমনে প্রতিক্রিয়ার যে সৃষ্টি করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বেঙ্গল ল্যাম্প ইস্যুকে কেন্দ্র করিয়া বামফ্রন্ট সরকারের এক শরিক দলের মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার মতে তিনি প্রকৃত সত্য তুলিয়া ধরিয়াছেন বলিয়া নিজ দলের নির্দেশে তাঁহাকে মন্ত্রিসভা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। কুৎসার কর্দম পক্ষ ও বিপক্ষ—সবাই ছুঁড়িয়াছেন। ট্রাম কোম্পানীর বিষয়টি আরও বিচিত্র। যে কাজ সরকারী অফিসারেরা করিতে নিষেধ করিয়াছেন রাজ্য সরকারের ক্ষতি হইবে বলিয়া; কোন অজ্ঞাত কারণে সেই কাজ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, উপযুক্ত তদন্ত এই সব ক্ষেত্রে দরকার, তা বোধ করি, সকলেই স্বীকার করিবেন। রাজ্য সরকার বিরোধীপক্ষ যেমন সোচ্চার হইয়াছেন, সরকার পক্ষও তেমনি অভিযোগগুলি নানাভাবে কাটাইয়া দিতেছেন। উপযুক্ত তদন্ত হইতে গেলে সত্য যে কোথায় তাহা জানা যাইত। কিন্তু তাহা হইবার ত লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। না কেন্দ্রীয় সরকারের স্তরে, না রাজ্য সরকারের স্তরে। তাহাতে ভাবমূর্তি যে নষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

ইংরাজী শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়া ব্যবস্থা কোন উপকারে লাগবে না

বিশেষ প্রতিবেদক : স্বাধীনতার পরের বৎসর থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। বিশেষ করে ইংরাজী হঠাও, হিন্দীকে রাষ্ট্র ভাষা করে সারা ভারতে চাপাও —এ প্রচেষ্টাও চলছে। যদিও শেষ পর্যন্ত সবাই সিদ্ধান্তে এসেছেন - ইংরাজী চাইই। কিন্তু কতটুকু চাই এ চিন্তার পরিসমাপ্তি এখনও যে হয়েছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। সর্বশেষ ইংরাজী শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছে ১৯৮৪ সাল থেকে। নতুন পাঠ্যক্রম ঠিক করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকও বিশেষজ্ঞদের দিয়ে রচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু উপকার কিছু হয়েছে কি? হয়নি। বরং ছাত্ররা আরোও ঘোরপ্যাঁচে পড়েছে। পূর্বেকার ব্যবস্থায় যতটুকু ইংরাজী আয়ত্ত হচ্ছিল নতুন ব্যবস্থায় তাও হচ্ছে না বলে মনে হয়। তার ফলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে ইংরাজীতে অকৃতকার্য্যের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ৮৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় নতুন পাঠ্যক্রমে প্রথম পরীক্ষা গ্রহণ হবে। শিক্ষাবিদ্ যাঁরা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে জড়িত তাঁদের ধারণা অকৃতকার্য্য ছাত্রের সংখ্যা অন্যবারের তুলনায় এবার বেশী হবে। কেননা ছাত্রছাত্রীদের যেভাবে পড়াশুনা করানো হচ্ছে তাতে তারা পাঠ্যপুস্তকের ইংরাজি টুকুও ভালভাবে পড়তে-বুঝতে পারে না। গ্রামার, কমপোজিশন প্রাক স্বাধীনতা বা পরবর্তী যুগে পড়ানো হতো তা এখন আর হয় না। পাঠ্য পুস্তকের মধ্য দিয়েই গ্রামার বা কমপোজিশন শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে লেশনগুলির দ্বারা কয়েকটি কঠিন অপরিচিত শব্দ ছাত্রদের মনে গেঁথে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। তার রয়েছে কথোপকথন শেখাবার কিছু পদ্ধতি যা আয়ত্ত করা ছাত্রদের পক্ষে সহজ নয়। সাধারণভাবে টেন্স প্রভৃতি শেখার তেমন কোন ব্যবস্থা ঐ পাঠ্যক্রমে নেই। থাকলেও ছাত্রদের পক্ষে তা বুঝে ওঠা বেশ কঠিন। শিক্ষক শিক্ষণে কতকগুলি গালভরা কথা বলা হয়েছে। যেমন "পড়াও কম কিন্তু শেখাও বেশি।" এবং শ্রেণীতে গ্রুপ ওয়ার্কের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদান ঘটাতে হবে। এগুলি বলতে যত সোজা, কার্য্যক্ষেত্রে তত সোজা নয়। সরকার প্রচারের মাধ্যমে বলতে চাইছেন গরীব চাষীর ছেলে, খেটে খাওয়া মানুষদের ছেলে চলনসই ইংরাজী যাতে শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে যে সব বুদ্ধিজীবীরা পাঠ্যক্রম রচনা করেছেন, তাঁরা চাইছেন তাঁরা পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলেরাই ইংরাজী শিখুক। এঁরা মুখে যাই বলুন, এদের কাজের মাধ্যমে এ তথ্যই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কেননা ইংরাজী শিখতে হলে পাঠ্য পুস্তক বা স্কুলের শ্রেণী কক্ষের স্বল্প সময়ে তা সম্ভব নয়। এর জন্য বাড়িতে শিক্ষক রেখে ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং তা করতে হলে ভাল পয়সা খরচ প্রয়োজন। সেসব ক্ষেত্রে ১০০/১৫০ টাকা ব্যয় করে প্রাইভেট শিক্ষক রাখা গরীব ঘরের পক্ষে অসম্ভব। তার উপর রয়েছে স্কুলে অর্থাৎ ভাল স্কুলে ভর্তির সমস্যা। প্রত্যেক স্কুলই চায় ভাল ছাত্রছাত্রী আসুক তাদের স্কুলে। তারজন্যই আইনানুগ না হলেও ভর্তির পরীক্ষা প্রায় স্কুলেই চালু আছে। গ্রামগঞ্জের তো কথাই নাই, শহরের প্রাথমিক স্কুলগুলিতেও পঠন পাঠনের যা অবস্থা তাতে প্রাথমিক ছাত্রদের স্কুলের শিক্ষায় ভাল করে বাংলা শিক্ষাই হয় না, ইংরাজীতো দূরের কথা। তার উপর শিক্ষক নিয়োগে বর্তমানে গুণমানের দিক বিচারের বালাই নেই। দলের প্রতি আনুগত্যই প্রধান বিচার্য্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাধ্যমিকগুলিতেও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্কুলের উন্নতির নামে অর্থ দাবী করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষাগত যোগ্যতায় বিচারে ন্যূন হলেও টাকা দিতে পারলে অযোগ্য ব্যক্তিরও নিয়োগ পেতে অসুবিধা হচ্ছে না। যেক্ষেত্রে গোটা ব্যাপারটাই চলছে দুর্নীতির পাকচক্রের ভিতরে, সেখানে সঠিক শিক্ষা পাবে ছাত্রছাত্রীরা এ চিন্তা করাই বাতুলতা। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটা চলেছে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে। শ্রেণী কক্ষে ইংরাজী পঠন পাঠনের জন্য সময় নির্দিষ্ট আছে বৎসরে বড়জোর ১৫০ দিন এবং প্রতিদিনে ৩০/৩৫ মিঃ। বর্তমানে প্রতি শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ৫০/৬০ জনের কম নয়। সেক্ষেত্রে শ্রেণীর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা চেষ্টা করলেও সব ছেলেমেয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না। ফলে 'মিনিমাম টিচিং ম্যাক্সিমাম লারনিং' (৩য় পৃষ্ঠায়)

ব্যয় সঙ্কোচের নিনাদ

(১ম পাতার পর)

এই অফিসে একজন পিওন কাম নাইটগার্ড আছেন। তাঁর কোন কাজ না থাকায় বা তাঁকে পরিদর্শন করার মত কোন উপরওয়ালা না থাকায় তিনি ঐ অফিসটিকে দিনে রাতে (বিশেষ করে রাতে) নিজস্ব অড্ডাখানায় রূপান্তরিত করেছেন বলে আশপাশের মানুষের অভিযোগ। তাঁরা আরোও জানান, রাতে এখানে জুয়া ইত্যাদি অসামাজিক কারবারও নাকি চলে। অবশ্য এই অফিসই যে এ ধরনের একক নিদর্শন তা নয়। স্থানীয় ওয়েটস্ এ্যাণ্ড মেজার অফিসের অফিসারও নাকি বহরমপুরে থাকেন। মাঝে মাঝে এখানে আসেন বলে জানা যায়। অফিসের নাইটগার্ডও সেই সুযোগে কোনদিনই নাইটগার্ডের কাজ করেন না। তিঁনি তাঁর নিকটবর্তী গ্রামের বাড়ীতে রাত্রিযাপন করেন। স্থানীয় বেশ কিছু সরকারী অফিস সম্বন্ধে এ ধরনের উদাহরণ দেওয়া যায়। এই সমস্ত কর্মচারীরা বেতন নিচ্ছেন কাজ না করেই।

কোন উপকারে লাগবে না

(২য় পৃষ্ঠার পর)

থিওরী অনুযায়ী মিনিমাম টিচিংই হচ্ছে। লারনিং অবাস্তব। যারা ইংরাজী সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে চায় তাদের প্রাইভেট টিউটারের শরণাপন্ন হতেই হবে। কিন্তু ভাল প্রাইভেট টিউটরের মাসিক দাবী যা তাতে গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এটা অসম্ভব। ফলে ধনী বা অবস্থাপন্নরাই সে ব্যয় যোগাড় করতে পারছেন। এবং ছাত্রদের মধ্যে দুইটি শ্রেণীর পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ছে। এই প্রথার ফলে একদল ছাত্র (সংখ্যা গরিষ্ঠ) ইংরাজী কিছুই শিখছে না। আর এক শ্রেণীর ছাত্র ধনী বাপমায়ের অর্থের কৌলিণ্যে ইংরাজী আয়ত্ত করে 'এলিট' শ্রেণী বৃদ্ধি করছে। এই 'এলিট' তৈরীর ঠিকাদারী নিয়েছেন নামী দামী স্কুলগুলি। সেইসব স্কুলে পড়ার খরচও বেশী। বিশেষ করে তাঁরা ছাত্র ভর্ত্তি করেন যথারীতি কঠিন বাছাই পর্বের মাধ্যমে। গ্রাম বা আধা শহরের ছাত্ররা সেখানে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হচ্ছে। এদিকে গ্রাম বা আধা শহরে যেসব শিক্ষক স্বল্প টাকার বিনিময়ে প্রাইভেট টিউটারী করেন তাঁরা সবরকম বিষয় এক সঙ্গে পড়ান এবং অর্থ উপায়ের তাগিদে একসাথে বহু ছাত্রছাত্রী পড়াতেও বাধ্য হন। সেক্ষেত্রে তাঁরা ও তাঁদের ছাত্রছাত্রীকে সঠিকভাবে পড়াবার সময় পান না। ফলে ছাত্রছাত্ররা কোন রকমে পাশ করার মত বিদ্যা আয়ত্ত করলেও প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। এই সব চিন্তা করে শিক্ষাবিদ্দের উচিত ইংরাজী পাঠ্যক্রমের প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা কারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এবং তা খুব শীঘ্রই করতে হবে। নতুবা আমাদের দেশে নতুন এক ভদ্র শ্রেণী গড়ে উঠলেও সামগ্রিক উপকার কিছুমাত্র হবে না।

নাটকের লটারীর ফলাফল

বাগানবাড়ী কিরণ সংঘের "সহধর্মিণী" নাটকের লটারীর ফলাফল :

১ম পুরস্কার নং ২৭৭৭, ২য় পুরস্কার নং ২৫৮৩, ৩য় পুরস্কার নং ১০৬৮।

আগামী ০৫-১২-৮৮-র মধ্যে বিজয়ীদের ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

গ্রামে বিদ্যুৎ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাও আশপাশ বাড়ী বা দোকানে ঐ লাইন থেকে বিদ্যুৎ দিয়ে বেআইনীভাবে রোজগার করছেন। এ ব্যাপারে আমরা বেশ কয়েকবার সংবাদ প্রকাশ করলেও বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ হয়নি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীদের যোগসাজশেই এই ধরনের কারবার দিনের পর দিন চলে আসছে।

জেনারেল ম্যানেজার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসনের একজন টি আই, একজন ই এস পি থাকা সত্বেও তাঁরা কাজ করছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ উঠেছে। গত এক বছরে লাইনসম্যানের পোষ্ট বাড়িয়ে আরও একজনকে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তথাপি অজ্ঞাত কারণে পাবলিক কল অফিসগুলি ভাল করার কোন প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।

টেণ্ডার নোটিশ

NTPC ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন লিঃ
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট
নবারুণ-৭৪২২৩৬ জেলা : মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)
রেফাঃ নং এফএস : ৪২ : ও অ্যান্ড এম : কনট্রাক্ট : ৫০৯

নিম্নোক্ত কাজের জন্য এনটিপিসি/সিপিডব্লিউডি/ রেলওয়ে/ পঃ বঃ রাঃ বিঃ পঃ এবং সরকারি ক্ষেত্রের সংস্থার অভিজ্ঞ এবং রেজিস্টার্ড ঠিকাদারদের নিকট হইতে সিলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেন্ডারের কাগজপত্রের মূল্য আদায় দিয়া টেন্ডারের কাগজপত্র বিক্রয়ের জন্য উল্লিখিত তারিখের কাজের সময় স্বয়ং আসিয়া রেজিস্ট্রেশন এবং পরিচয়পত্র দেখাইয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে টেন্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে।

টেন্ডারের কাগজপত্র বেলা ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত এবং বেলা ২-৩০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হইবে। টেন্ডার নিম্নে উল্লিখিতমত টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার অব্যবহিত পর আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ বা তাঁহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সমক্ষে খোলা হইবে :

কাজের নাম	কাজের অনুমিত ব্যয়	বায়না জমার পরিমাণ / টেন্ডারের কাগজপত্রের মূল্য	শেষ করার সময়	খোলার তারিখ ও সময়
সি· ডব্লিউ· সিস্টেম, এফ এস টি পি পি/ এম টি পি সি-তে ইনটেক চ্যানেল, ফোরবে ও পাম্প হাউস এবং অন্যান্য এলাকা হইতে শ্রমিক দ্বারা পলি অপসারণ কাজ।	৪·৮০ লক্ষ	১০,০০০ টাকা / ৫০ টাকা	ছয় মাস	১-১২-৮৮ বেলা ৩টায়

শর্ত ও নিয়মাবলী :

১। টেন্ডারের কাগজপত্র ১৪-১১-৮৮ হইতে ৩০-১১-৮৮ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যাইবে।

২। টেন্ডার ফর্ম কেনার সময়ে রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণ, কর পরিশোধের হালসময়ের শংসাপত্র এবং অন্যান্য পরিচয়পত্র দেখাইতে হইবে এবং টেন্ডারের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে।

৩। আগ্রহী পক্ষগণ সাইটের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইবার জন্য সাইট দেখিয়া লইবেন।

৪। বিলম্বে এবং/বা বায়না জমা ছাড়া প্রাপ্ত টেন্ডার গ্রাহ্য হইবে না। চলতি বিলের সঙ্গে বায়নাজমা সামিল করা হইবে না এবং বায়নার টাকা টেন্ডার কাগজে উল্লিখিতমতো যে কোন গ্রাহ্য আকারে দাখিল করিতে হইবে। এনটিপিসি-এর অন্য কোন প্রকল্পে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাগণ বায়নাজমা দেওয়া হইতে রেহাই পাইবেন না। টেন্ডারের সহিত অবশ্যই নির্ধারিত আকারে আবশ্যক বায়না জমা থাকা চাই। টেন্ডার কাগজপত্র সংবলিত খামের উপর সঙ্গীয় ১০,০০০ টাকা বায়না জমার বিষয় সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকা চাই, অন্যথায় টেন্ডার (গুলি) খোলা হইবে না এবং টেন্ডারদাতা (গণ)-কে ফেরত পাঠানো হইবে।

৫। ডাকে প্রেরিত টেন্ডার কাগজপত্র বিলম্বিত হইলে বা না পাইলে এনটিপিসি কোন দায়িত্ব লইবেন না।

৬। কোন প্রস্তাব অংশত বা সমগ্রত গ্রাহ্য করার বা একাধিক পক্ষের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দিবার অধিকার পুরোপুরি এনটিপিসি কর্তৃক সংরক্ষিত। সর্বনিম্ন প্রস্তাব বা যেকোন প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে এনটিপিসি বাধ্য নহেন এবং কোন কারণ না দেখাইয়া যেকোন বা সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার অধিকারও সংরক্ষিত।

সুপাঃ (ও অ্যান্ড এম/এমটিপি)

To hell with the man who cannot walk fast. It serves him right if he gets out of the ranks and falls out. We want no sluggards. I want work and work and work....

PPS — **Jawaharlal Nehru**

কুষ্ঠ মাত্রই সংক্রামক নয়, আধুনিক চিকিৎসায় কুষ্ঠ নিরাময়যোগ্য

১। ২০০০ সালের মধ্যে দেশ থেকে কুষ্ঠরোগ দূর করার জন্য আক্রান্ত রোগীরা রোগকে গোপন না করে সরকারী চিকিৎসালয়ের সাহায্য গ্রহণ করুন।

২। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের দূরে সরিয়ে না রেখে সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সকলের সহৃদয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মুর্শিদাবাদ

দুষ্কৃতকারী পুলিশ সংঘর্ষে বোমা বর্ষণ

জঙ্গিপুর : গত ২১ নভেম্বর পয়সা না দিয়ে চাপলে, বাসের বুকিং কাউন্টারের কর্মীর হাতে প্রহৃত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা বর্ষণ করলে কয়েকজন পথচারী আহত এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে একজন যাত্রী নিজেকে মাস্তান পরিচয়ে পয়সা না দিয়ে বাসে চাপলে বুকিং কাউন্টারের কর্মীদের হাতে মারাত্মকভাবে লাঞ্ছিত হয়। পরে আহত বাসযাত্রীর প্রতিবেশীরা ইসলামপুর থেকে ছুটে এসে বুকিং কাউন্টারের কর্মীদের প্রতি হামলা করলে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং ইসলামপুরের কুখ্যাত দাগী আসামী বাদলের নেতৃত্বে পুলিশের উপর হামলা করে এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে অবিরত বোমা ছুঁড়তে থাকেন। পুলিশকে লক্ষ্য করে একদল সমাজবিরোধী ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। বোমা ও ইটের আঘাতে বেশ কয়েকজন আহতও হন। ঘটনাটি এই অঞ্চলে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উত্তেজনা চারিদিকে ছড়িে পড়ে। সমাজবিরোধীদের দুজন নিজেদের মধ্যে মদ খেয়ে মারামারি করলে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়।

ইন্দিরা অন্ধকারে

রঘুনাথগঞ্জ : শহরের ফুলতলা বাসষ্ট্যাণ্ডে গত ১৯ নভেম্বর প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে ন্যাশনালিষ্ট ফোরামের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কিন্তু সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরার ছবি ও শহিদ বেদী গভীর অন্ধকারে ডুবে যায়। বেদীটির পাদদেশে আলোর কোন ব্যবস্থা না থাকায় ইন্দিরা অনুরাগীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ঐদিন জঙ্গিপুর শহরে প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কং (ই) কর্মীদের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ব্যাঙ্ক বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৪ নভেম্বর জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে সরকার জাতীয় ছুটি ঘোষণা করলেও এন, আই, এ্যাক্টে ছুটি ঘোষণা করেনি। অথচ গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আহিরণ শাখা বন্ধ থাকে। বহু গ্রাহক ফিরে যান। স্থানীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখাতেও যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী অনুপস্থিত থাকার ফলে অনেক কাজ স্বাভাবিকভাবে হয়নি বলে গ্রাহকরা অভিযোগ করেন।

অফিস থেকে অফিসে বেয়ারিং চিঠি

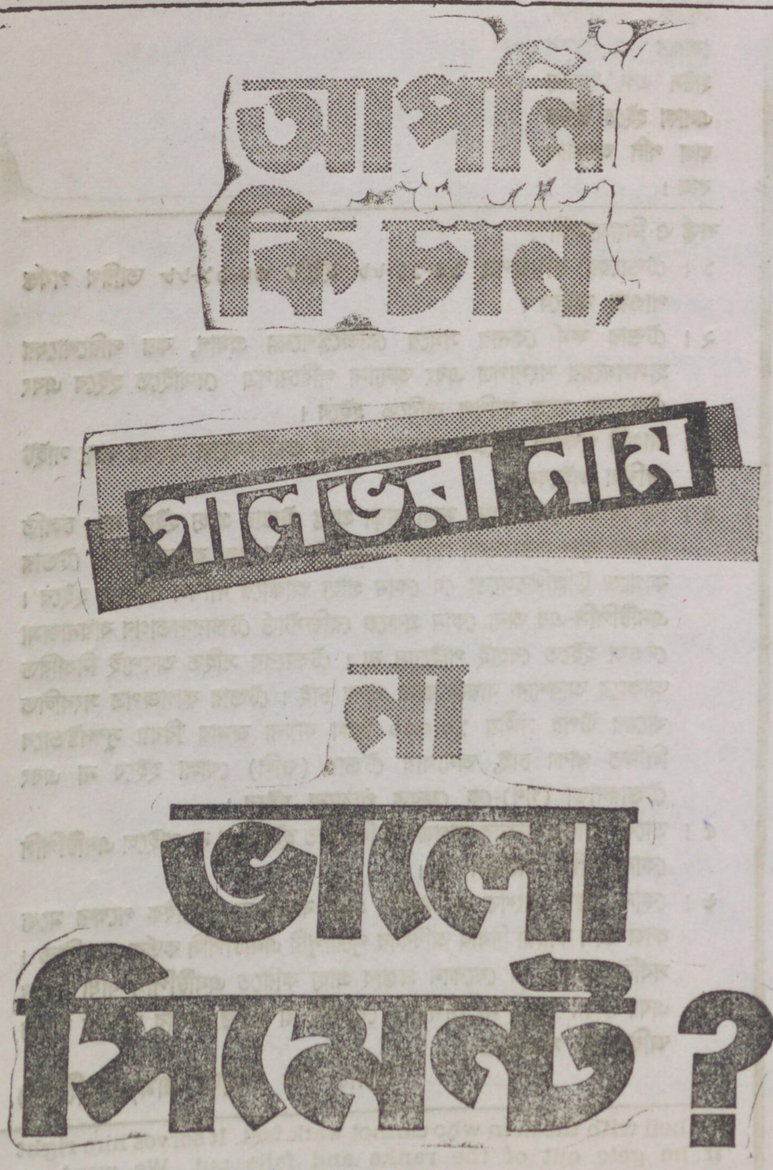

রঘুনাথগঞ্জ : শহরের একটি সরকারী অফিস থেকে অন্য এক সরকারী অফিসে বেয়ারিং চিঠি পাঠানোর এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্তে অফিসের কর্মকর্তারা হতবাক। চিঠি দুটির নম্বর M/1626/En dt 14/11/88 এবং অন্যটি 6900/g dt 28/10/88। কোনো কারণেই একটি অফিস থেকে অন্য অফিসে চিঠি বেয়ারিং ভাবে পাঠানো সম্মানজনক নয়। এই ঘটনায় প্রাপ্ত আফসের কর্মীরা অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

অবসর নেওয়ার পিছনে কারণ কি

(১ম পাতার পর)

জেনারেল ম্যানেজারের পদে দায়িত্ব নেবার পরই নাকি তিনি তদন্তের কথা জানতে পারেন। এবং এ ব্যাপারে তদ্বির তদারকি করতে দীর্ঘ দিন ছুটি নিয়ে ফরাক্কা ছেড়ে চলে যান। সে সময় জি এস মূর্তিকে জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্বভার দেওয়া হয়। শেষে নিরুপায় হয়ে রেডডি গত সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী মিনিষ্ট্রীর কাছে ভলেনটিয়ার রিটায়ারমেন্টের আবেদন জানান। তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে মিনিষ্ট্রী গত মাসে ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারের পদের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। দীর্ঘ ছুটির পর শ্রীরেডডি গত ১৯ নভেম্বরে এখানে জেনারেল ম্যানেজারের পদে যোগদান করেই ২২ নভেম্বর অবসর নেন। এর পূর্বেই তাঁর নির্দেশে কোয়াটারের যাবতীয় আসবাবপত্র এমন কি টিভি পর্যন্ত এখানে বিক্রী করে দেওয়া হয়। তিনি বাকী জীবনটা এখন দেশে গিয়েই কাটাবেন বলে জানা যায়। সেখানে শীততাপনিয়ন্ত্রিত সিনেমা হাউস ছাড়াও তাঁর আরো কয়েকটি বড় ব্যবসা আছে বলে খবর।

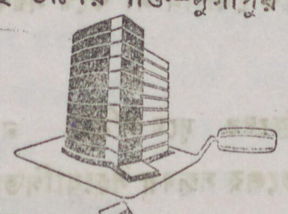

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।